সংবাদ

তারিখ : 2.9 .FEB.2016...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম...2...

অতিরিক্ত ফি নেয়ায় ১২০৯ স্কুলকে 'শোকজ'

৯৯৯ প্রতিষ্ঠানের অস্বীকার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা বোর্ডের তদন্তে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি নেয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হলেও দেশের ৯৯৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়তি ফি নেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বাড়তি ফি ফেরত দেয়ার বিষয়ে কোন জবাব না দেয়ায় এক হাজার ২০৯টি স্কুলের কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে ৩০ দিনের মধ্যে জবাব দিতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরে বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধিত ফি গ্রহণের অভিযোগ আছে এমন তিন হাজার ৩৮টি প্রতিষ্ঠানকে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় নেয়া অতিরিক্ত ফি ফেরত দিয়েছে।

২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় (এই পরীক্ষা এখন চলমান) শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত অর্থ আদায়কারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অতিরিক্ত ভর্তি ফি, সেশন চার্জ, টিউশন ফি ও এসএসসির ফরম পূরণে আদায় করা বাড়তি ফি সাত কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বর্ধিত ফি ফেরত দেয়ার শেষ সময় ছিল গত ১৪ ফেব্রুয়ারি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এক হাজার ২০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন জবাব প্রদান না করায় হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন তাদের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি বাতিল করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলো নোটিশ জারি করেছে। সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩০ দিন সময় পাবে। এ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি ভেঙে দেয়া হবে।'

৯৯৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বোর্ডকে জানিয়েছে, তারা বোর্ড নির্ধারিত ফি'র বেশি অর্থ আদায় করেনি। তাদের দাবির যথার্থতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এরপর এসব প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

তিনি জানান, '২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার জন্য শিক্ষা বোর্ডসমূহ বিজ্ঞানের জন্য এক হাজার ৪৫০ টাকা এবং মানবিক ও ব্যবসায়

অতিরিক্ত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

অতিরিক্ত : ফি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা বিভাগের জন্য এক হাজার ৩৩০ টাকা ফি নির্ধারণ করে। কিন্তু কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বোর্ড নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়।' এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফি প্রায় ১৪ হাজার টাকা আদায় করেছে রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বছর বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অননুমোদিতভাবে বর্ধিত হারে ভর্তি ফি, সেশন ফি, টিউশন ফি ইত্যাদি বৃদ্ধির অভিযোগ পেয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেতন-ফি বাবদ অতিরিক্ত টাকা নিয়েছে সেগুলোর তালিকা, বর্ধিত ফি'র পরিমাণ ও অন্য তথ্য অবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি) নির্দেশ প্রদান করা হয়। মাউশি আজ (গতকাল) এই প্রতিবেদন দিয়েছে। সরকারের আরেকটি এজেন্সির মাধ্যমেও এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাউশি'র প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করে শীঘ্রই এ বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশনা প্রদান করা হবে। অনিয়ম করে কেউ রেহাই পাবে না।'

তিনি আরো জানান, 'ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্ধিত বেতন স্থগিত রেখেছে অথবা ইতোমধ্যে গৃহীত বর্ধিত বেতন পরবর্তী মাসের সঙ্গে সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাউশি জানিয়েছে।'

সম্প্রতি মাউশির এক তদন্তে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল, মোহম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মিরপুর পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি নেয়ার অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে।

এসএসসি ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড, ভিকারুন নিছা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর বাঙলা স্কুল, খিলগাঁও ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নাম রয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু বক্কর ছিদ্দিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।